দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 22 NOV 2012
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ও নজরুল কলেজের ছাত্রদের মধ্যে সংঘর্ষ

৫০ জন আহত, গাড়ি মোটরসাইকেলে আগুন, গুলি

ইত্তেফাক রিপোর্ট

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ও সরকারি কবি নজরুল কলেজের শিক্ষার্থীদের মধ্যে দফায় দফায় সংঘর্ষে ৫০ জন আহত হয়েছেন। গতকাল দুপুরে দুইপক্ষের মধ্যে প্রায় দুই ঘণ্টা ধরে সংঘর্ষে পুরান ঢাকা রণক্ষেত্রে পরিণত হয়। অগ্রণী ব্যাংকের লাইনে দাঁড়িয়ে টাকা জমা দেয়াকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষ বাধে। সংঘর্ষ চলাকালে বিক্ষুব্ধ ছাত্ররা পাঁচটি প্রাইভেট কার ও তিনটি মোটর সাইকেল জ্বালিয়ে দিয়েছে।

পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে ২৪ রাউন্ড টিয়ারশেল ও চারটি ফাঁকা গুলি ছুঁড়েছে। এসময় পুরো পুরান ঢাকায় যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে গেলে সীমাহীন দুর্ভোগ পোহাতে হয় নগরবাসীকে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার পর জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ও কবি নজরুল কলেজের সামনে র‍্যাব ও পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। ঘটনা তদন্তে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ পাঁচ সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করেছে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, বেলা ১১টার দিকে কবি নজরুল কলেজের সামনে অগ্রণী ব্যাংক শাখায় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষার ফরম জমা দিতে যান এক শিক্ষার্থী। এ সময় লাইনে দাঁড়ানো নিয়ে কলেজের দুই ছাত্রের সঙ্গে শিক্ষার্থীর বাকবিতণ্ডা হয়। এক পর্যায়ে ওই শিক্ষার্থীকে কলেজের ছাত্ররা মারধর করে। ঐ শিক্ষার্থী এ ঘটনা জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র রুম্মন ও মাহিকে জানান। পরে বেলা সাড়ে ১১টার দিকে তারা দু'জন ঘটনাস্থলে পৌঁছে ঘটনার সত্যতা জানতে চাইলে কবি নজরুল কলেজের ছাত্রদের সঙ্গে তাদের কথা কাটাকাটি হয়। এক পর্যায়ে কবি নজরুল কলেজের কয়েকজন ছাত্র তাদের মারধর করে।

পৃষ্ঠা ২ কলাম ৪

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ও কবি নজরুল সরকারি কলেজের ছাত্রদের মধ্যে সংঘর্ষের সময় একজন বাসে কাটার চাপাতি নিয়ে ধাওয়া করছে -ইত্তেফাক

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ও কবি নজরুল

প্রথম পৃষ্ঠার পর

এ খবর ছড়িয়ে পড়লে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকশ ছাত্র কবি নজরুল কলেজ সংলগ্ন বাহাদুর শাহ পার্কের সামনে অবস্থান নেয়। সংঘর্ষ থামাতে পুলিশ কবি নজরুল কলেজ ও জবি'র প্রধান গেটে অবস্থান নেয়। কিন্তু দুই প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরাই পুলিশের ব্যারিকেট ভেঙ্গে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। ছাত্ররা ব্যাপক ইট-পাটকেল নিক্ষেপ করতে থাকে। এসময় জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা কবি নজরুল কলেজের প্রধান গেট ভেঙ্গে ভিতরে ঢুকে পড়লে মুখোমুখি সংঘর্ষ বাধে। কলেজ জুড়ে আতংক ছড়িয়ে পড়ে। অন্যদিকে, বাহাদুর শাহ পার্ক ও কোর্ট কাচারি এলাকায় দুই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের মধ্যে ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়ার ঘটনা ঘটে। জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা কলেজের প্রশাসনিক ভবনের সামনে থাকা শিক্ষকদের পাঁচটি প্রাইভেটকারে অগ্নিসংযোগ করে। তারা তিনটি মোটর সাইকেল জ্বালিয়ে দেয়। দুপুর দেড়টার দিকে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। বেলা আড়াইটার দিকে পুলিশ ফাঁকা টিয়ারশেল ও রাবার বুলেট নিক্ষেপ করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। পুলিশ দুই পক্ষের ওপর লাঠিচার্জ করে। এতে কবি নজরুল কলেজের নাদিম, নাঈম, রাসেল, সোহেল, পারভেজ, মাহি, জহিরুল এবং জবির ছাত্র মাহী, রুম্মন, আহিদ মাসুম, পারভেজ, শফি, দিনা, রুমা, লিপি, মিনা, সামাদ, মেহেদী, শায়লা, ওয়াহিদ, ইমন, আলম, জয়নাল, সজল, মানি, রাজন, আহিদসহ ৫০ জন আহত হয়। আহতদের মধ্যে ১০ জনকে স্থানীয় হাসপাতালে চিকিৎসা দেয়া হয়েছে। সংঘর্ষে আহত পুলিশের উপ-পরিদর্শক রবিউল, সহকারী উপ-পরিদর্শক শাহ-আলম ও ফারুক খন্দকারকে রাজারবাগ পুলিশ লাইনস হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এছাড়া কনস্টেবল জোনায়েদ ও হাবিলদার তাজুল ইসলামকে প্রাথমিক চিকিৎসা দেয়া হয়েছে।

ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের লালবাগ বিভাগের উপ-কমিশনার হারুন উর রশিদ সাংবাদিকদের জানান, কয়েকদিন ধরে জামায়াত-শিবির পুলিশকে লক্ষ্য করে হামলা ও গাড়ি পোড়ানোর তাণ্ডব চালাচ্ছে। হঠাৎ করে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনা তারই আলামত। জামায়াত-শিবির কর্মীরা পরিকল্পিতভাবে ছাত্রদের সঙ্গে মিশে নাশকতা সৃষ্টি করতেই এ ঘটনা ঘটিয়েছে।

ঘটনার পরই গতকাল বিকালে লাইফ এন্ড অর্থ সায়েন্স অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. আবু জাফর মোহাম্মদ রুহুল মোমেনকে আহ্বায়ক এবং প্রক্টর ড. অশোক কুমার সাহাকে সদস্য সচিব করে তদন্ত কমিটি গঠন করেছে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। কমিটির অন্য সদস্যরা হলেন ছাত্র-কল্যাণ পরিচালক অধ্যাপক ড. অরুন কুমার গোস্বামী, সহকারী প্রক্টর আব্দুস সালাম ও ড. নুর মোহাম্মদ। কমিটিকে সাত কার্যদিবসের মধ্যে রিপোর্ট দিতে বলা হয়েছে।

এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর ড. অশোক কুমার সাহা জানান, ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে তদন্ত সাপেক্ষে কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়া হবে।

কবি নজরুল কলেজের শিক্ষক মাজহারুল ইসলাম ও শিক্ষিকা শায়লা নাসরিন বলেন, ঘটনা তদন্ত করে দোষীদের শাস্তি দিতে হবে। চারজন শিক্ষক গুরুতর আহত হয়েছেন বলে তারা জানান।

অপর দিকে ছাত্রলীগের বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি শরীফুল ইসলাম ও সাধারণ সম্পাদক সিরাজুল ইসলাম এক যুক্তবিবৃতিতে এ ঘটনার জন্য ছাত্র শিবিরকে দায়ী করেন। তারা এ ঘটনার সঙ্গে জবির কোন সাধারণ শিক্ষার্থী ও ছাত্রলীগ জড়িত নয় বলে দাবি করেন।